

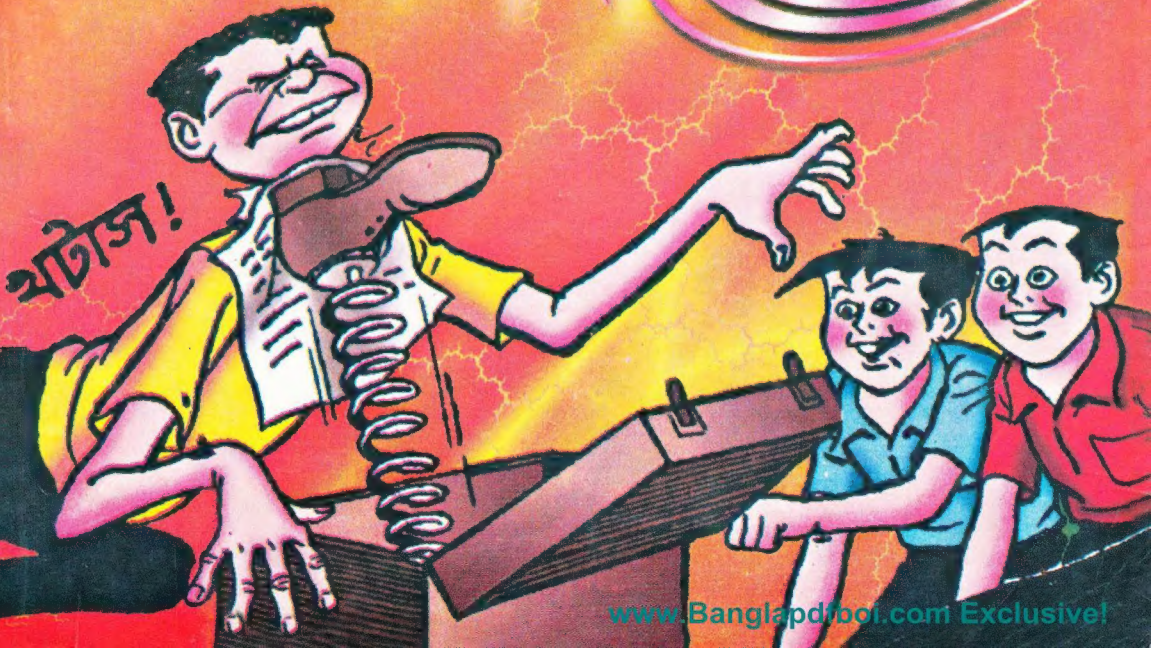
নারায়ণ দেবনাথ

সম্পূর্ণ রঙিন

# নাগি ফাগু



ধুবুধুমাৰ



খটাজ!

নারায়ণ দেবনাথ

# নটে ফটে ধুন্ধুমার



পত্র ভারতী

৩/১ কলেজ রো কলকাতা ৭০০ ০০৯



পথম পত্র ভারতী প্রকাশ জানুয়ারী ২০০৩

NANTE FANTE DHUNDHUMAR BY Narayan Debnath

*Publisher*

PATRA BHARATI

3/1 College Row, Kolkata 700 009

Phone 2241 1175 Fax 2354 0462

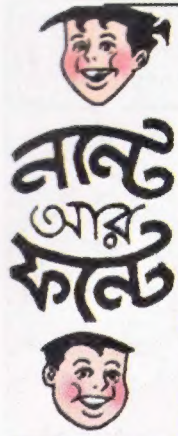
e-mail : patrabharati@gmail.com Website : bookspatrabharati.com

Price Rs. 45.00

প্রচ্ছদ ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স সুশান্ত প্রধান

‘পত্র ভারতী’র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও হেমপ্রভা, প্রিন্টিং হাউস,  
১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৪৫.০০



নারায়ণ দেবনাথ



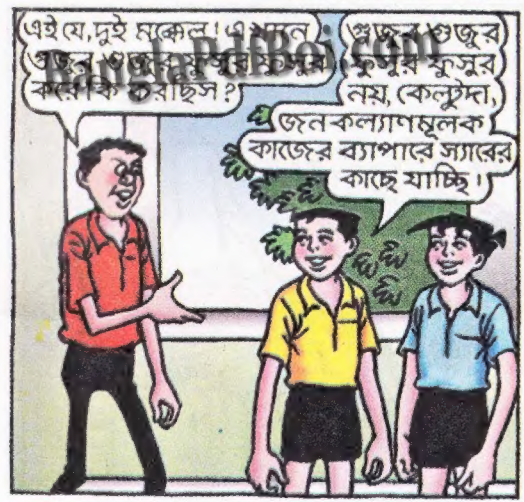
এবার পূজোর আগে কি করবি বলতো ফাটে?

ডাবছি এবার পূজোর আগে আজো বাজে কিছু না করে জনকল্যাণমূলক কিছু করা।



ভবে এই কাজে বড়দের পরামর্শ নিতে হবে, নাটে।

চল স্যারের কাছে যাই দেখি স্যার কি বলে।



এই যে, দুই মক্কেল! এখানে গড়র ওড়র ফাটর ফাটর করে কি করছিস?

পূজুর গুজুর ফাটর ফাটর নয়, কেলুটনা, জনকল্যাণমূলক কাজের ব্যাপারে স্যারের কাছে যাচ্ছি।



এই যে, নাটে আর ফাটে আমাদের কাছে এবারে কি অজিযোগ নিয়ে?

না-না, কোন অজিযোগ জানাতে আসিনি, স্যার!



তাহলে কি মতলব নিয়ে এসেছিস?

স্যার! এবার আমার জনকল্যাণমূলক কিছু কাজ করতে চাই।



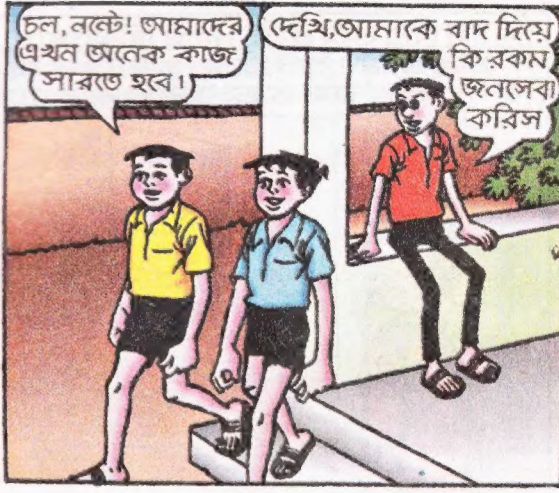
জনকল্যাণ বলতে কি করতে চাইছিস?

ব্যাপারটা, স্যার এই যে আমরা সেবা করতে চাইছি। দুঃস্থ জনগণের সেবা।





















এবার আমার সঙ্গে  
টুকুর দেওয়ার ফল  
হাড়ে হাড়ে টের পাবে  
মুখ্য দুটো



কেল্টোটা কি ষড়িবার্জ দেখেছিস!  
নমস্কার করে আমাদের অনুষ্ঠানটি  
কোমন বাতাল করার ফন্দি করেছে।  
এখন কি করা  
যায় বলজে  
নটে?

জাবতে  
হবে  
কি করা  
মায়



কিছু পরে- (পয়েছি রে, নটে!  
শতে শাঠ্যং ওর  
ঐ ডেম্জ জে দিয়েই ওকে হাফেল  
করবো।)

কি করে রে,  
ফটে?



শোন, তাহলে-  
(ফিশ ফিশ  
ফিশ ফিশ)

দারুণ!  
দুর্দান্ত  
আইডিয়া!



পরে

একি!  
আবার  
তুই?

আমরা খুবই  
অব্যতস্ত,  
কলুদা! তাই-



অনেক ডেবে আমরা একমত হলাম যে, কেল্টোদাই  
ঠিক। লজ্জাম নটে এলোনা। আমাকে দিয়ে এই  
ব্যাগটা পাঠালে। যদি তোমার কোন কাজে  
লাগে।



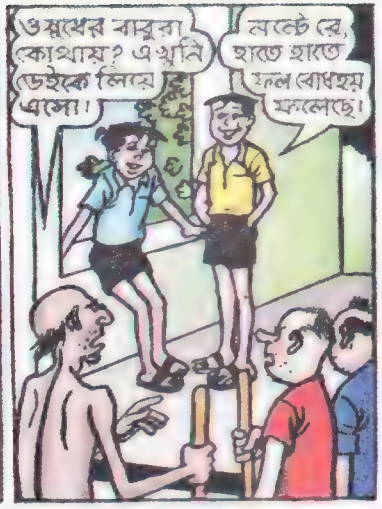
অবশ্যই লাগবে। তোমার শুভ বুদ্ধির  
উদ্যম হয়েছে দেখে আমি খুশি। নে এবার  
ডেম্জের শিশিগলো ঐ ব্যাগে ডরে স্যারের  
ঘরে রেখে আয়।

ঠিক আছে,  
কেলুদা এখনি  
রেখে আসছি।







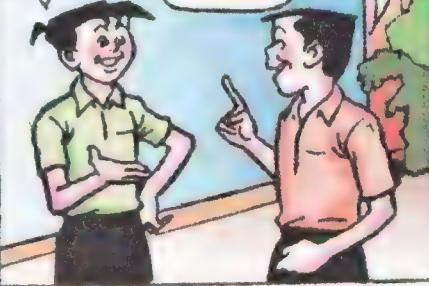




# নটে আর ফটে

সরস্বতী পুজের আসছে। অগুণ্ডি পুজের জন্য পুরুত জেটাতে সবাই ছিমসিমে খেয়ে যায়। এই মওকাম ঠাকুরকে দুটা ফুল ছিটিয়ে দক্ষিণাহিলারে কিছু ইনকাম করলে মজা হয় না। কি বলিস?

দরুণ মজলব কে করছি। জলজলবাও হবে, নিজসবকও হবে।



## পুজের দিন

ঠাঁগো বাবুরা একজন পুরুত ছোঁগাড় করে দিতে পারো? বেলা হয়ে যাচ্ছে, পুরুত পাচ্ছি না।



পুরুত ঝুটছেন? সুবাস আমেরাই খুজো করে থেবো।

মরেচে! আমার কেজটা এদিকে আসছে!



নারায়ণ দেবনাথ

এদের সঙ্গে কি ব্যাপার মোড়লানশাই?

সরস্বতী পুজের পুরুত পাচ্ছি না তাই এনারা বলল যে আমরা পুজো করে দেবো।



হিঃহিঃ! এরা তোমার সরস্বতী পুজো করবে? হাসালে দেখছি মোড়ল! আরো পুজোর প উচ্চারণ করলেই এদের দাঁত ঝুলে যাবে।



তবে?

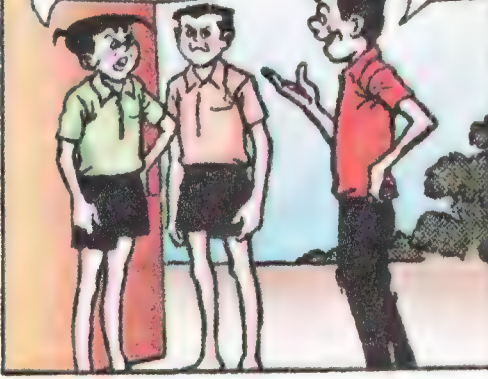
তবে নয়, হবে। আমি নিষ্ঠা সহকারে নিজে পুজো করে সরস্বতীর আসন একেবারে টলিয়ে দেবো।

কেশ কেশ! তুমি তাহলে শালগ্রাম ঠাকুর নিয়ে তাড়াতাড়ি এসো আমি এলাই।



তুমি যে নিষ্ঠাসহকারে পুজো করবে বলছো কেঁটাদা, শালগ্রাম কোথায় পাবে?

হেঃ হেঃ! একটু পরে মথুর পুজো করতে যাবো তখন দেখতে পাবি।









# রান্টে আর ফান্টে

নারায়ণ দেবনাথ



বল্টে আর ফল্টে কই পত্তর নিয়ে  
ক্লাশে মাওয়ার সময় কি পরামর্শ  
করতে করতে মাচ্ছে!



ঠিক হয়েছে! আমি অন্যদিক দিক দিয়ে  
ওদের আগে গিয়ে এক জায়গায়  
লুকিয়ে থেকে ওরা কি পরামর্শ আঁটছে  
তা শুমবার চেষ্টা করি!



ক্লাশ ছুটির পরে বাগানে মালির  
জিনিসপত্র রাখার ঘরে দেখা কল্পবি।  
ওখানে একটা খাবারের চুপড়ি লুকিয়ে  
রেখেছি, দুজনে জগ করে খাবো!



কিন্তু

হিঃ হিঃ!  
ওরা জানে না  
যে, আমি এই  
জালমারিটাতে  
লুকিয়ে আছি  
এবং সবই শুনেছি।  
আর কি করে ওদের  
মতলব জেঙ্গে  
দেওয়া যায় তাও  
জানি!



কেলোটা ধারে কাছে নেই,  
দুতারাং এই ভালো চুপড়িটার  
থেকে বের করে আমি...



ওরে বাবা! ভেতরে  
কুকুর মেরে!

গোঁওওও!

কুকুর কি  
করে চকলো  
বলতো!











একটু পরে

আরে, স্যারকে ভাড়া  
করেছিলো সেই কুকুরটা  
না! এটা আবার এখানে  
চুকলো কি করে?



বেড়ালটাকে ধর  
নলো!

এঃ!  
ফস্কে  
গেলো!



আরে আরে,  
একি!



গররর! ছেউ!

ফঁচাচ্!

আঁউ!

বাবারে!

বাঁচাও!

গেলুম!



একি স্যার!  
আপনি ওখানে  
কি করছেন?

দমাদম!

ওফ!



বেরিয়ে আয় কেঁকু! হাত দেরী করবি তোর  
বরাতে ততো দুঃখু জানবি!

অপারেশন কেঁকু কেমন  
হলো বল?

পুরোপুরি সফল!





সে দিল কেউটা মিথ্যে বালিশ করে স্যারের কাছে আমাদের কি জানুনিহি না থাকোয়ানে। আজ একে হাত পেয়েছি লেখিলে শোধ চুলসো।



ফল্টেই আমাকে মারনানু তানে আছে। লাগতে এলে আমিও ছাড়বো না, বিশেষ স্যার যখন আমার পক্ষে।



কারা কেন মারামারি করছে বঁল মনে হচ্ছে!



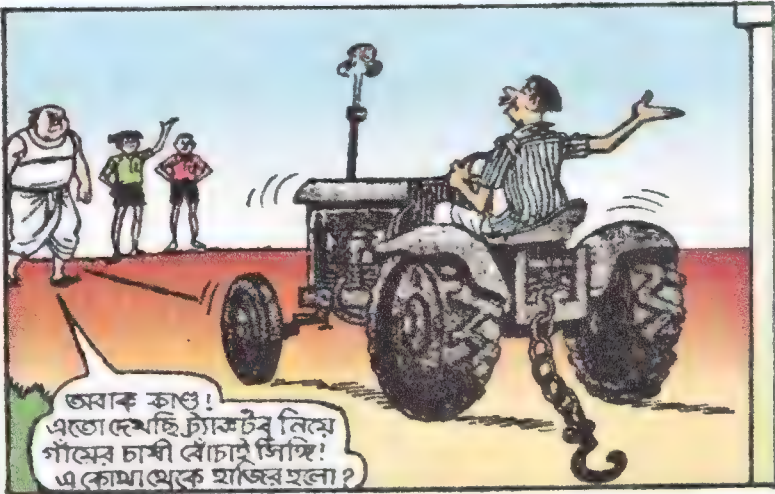
ফল্টে কেন! এখুনি এসব থামো। তারপর ছুটতে আমার সঙ্গে আমার ঘরে আসো!









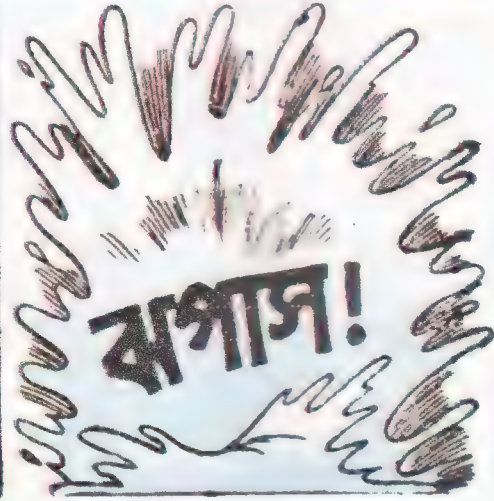
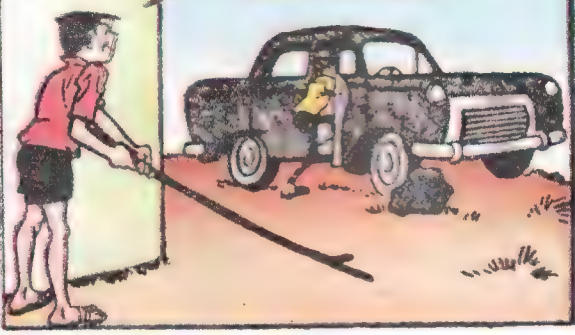




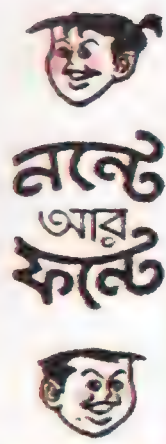
একটু পরে...



হিঃ হিঃ! মা ডেরেছি যে কেউটা হতভাগা গাড়ির ভেতরেটা দেখতে চক্রে। এইবার ইন্সপেক্টর ফাঁদে পোয়েছি। পামরটা তেলে সরিয়ে দি আর বুকটা যে অকেন্দ্রো করাই আছে...







# নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ



মাগরিফাইং গ্রাস ধরে  
আতো মনোযোগ দিয়ে  
কেলুদা কি দেখছে রে  
নটে?

একমালি ময়লা  
ছেড়া বেকডাম  
ভুমি কি দেখছো  
গো কেলুদা?



সূত্র খুঁজছি!

সূত্র খুঁজছো? কিন্তু  
ওর সবটাই তো সূত্র  
দিয়ে তৈরি কেলুদা!



এ ক্ষম সে সূত্র নয় রে মুরু!  
এ হচ্ছে তাপস্রবের দ্রব্য - আমি  
সেই সূত্র খুঁজছি।



সে কি কেলুদা! ভুমি  
আবার গোলমালগিরি  
করছো নাকি?

এখনো করিনি। তবে  
এবারে করবো। দেখবি  
কি বকম চমক লাগিয়ে  
দেবো।



তোরা এলেছিস ভালোই  
হয়েছে। তোদের আমি আমার  
অ্যাসিস্টেন্টে কর নিব্বার।



কাল থেকে তোরা রাস্তায় নজর রাখবি।  
মদি দেখিস কেউ কিছু হারিয়েছে তাহলে  
আমাকে এসে খবর দিবি।

ঠিক আছে  
কেলুদা!









আমি চটপট কেঁকুঁদাকে  
ভেঁকে নিয়ে আসি নরোঁ.  
তুই এখানে থাক।

আচ্ছা। কিন্তু তুই  
ভাড়াভাড়া ফিরবি  
ফরোঁ!



কেঁকুঁদা, তোমার  
একটা কোঁস ধরোছি।  
শিপাগির চলো।

সেঁকেছি? তাহলে  
দেখবি আমার  
কোরামতি।



আপনার জিনিষ হারিয়েছেন  
বলছেন? কখন এবং কি  
জবে ঠিক করে বলুন।

এই ভো, এই  
কিছুক্ষণ আগে।



এখান দিয়ে যাবার সময় নজরানিয়ে নাকটা  
ঝাড়বার জন্যে রুমালটা তুলতে গিয়েই ভো  
পড়ে গিয়ে গুড়িয়ে চলে গেলো। সুরুতেই আজ  
সোবজান, দিনটাই খারাপ যাবে দেখছি।



গড়িয়ে চলে গেলো -  
মানে আপনি তাহলে  
দেখেছেন কোথায়  
পড়ে গেলো!

দেখাবো না কেমহে।  
আমার চোখের  
সামনেই ভো গড়িয়ে  
এর মধ্যে পড়ে গেলো



আপনার পকেট থেকে  
ওর মধ্যে কি রত্ন  
পড়েছে?

রত্ন? রত্ন পড়বে কোথেকে  
হে। দুটো পয়সা পড়েছে  
অনেক চেকো করেছি  
তুলতে, পারিনি। দাওনা  
তুলে।

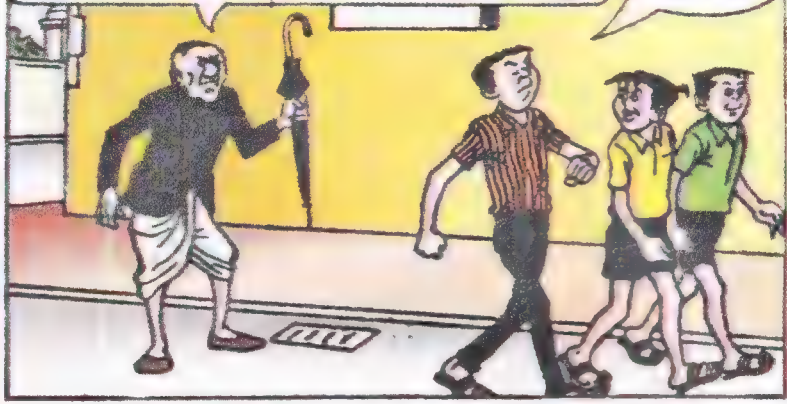


রাবিশ! আপনি কি  
ভেবেছেন ওর ডেতার থেকে  
পাঁক যেতে আসনার এ দুটো  
পয়সা তুলবো? পাঁক নয়,  
আমি রহস্য বাঁচি, বুঝলেন?



তোমার চেলারাই তো বললো যে, যে ছুটি একবার  
কাট এসে পাট ওটা তুলে দেবে। মুরাদ নেই মুখেই মতো  
হুয়াই উন্নাই। এতোক্ষণ চেকা করলে নিজেই তুলতে পামচুম।

তাহলে চেকা  
করা তাই আমার  
পারেন।



এসব ব্যাপারে অবুসঙ্গানী চোখ থাকা চাই।  
আমর তার জলো দস্তরমতো গবেষণা দরকার।  
ওসব ভোদের কাম নয় বুঝালি!



এই আমি - আমি একবার দেখালেই বুঝতে  
পারি কেনটা কী কী ছেলেটাকে ফাঁকি দেওয়ার  
উপায় নেই। এচোখে যদি একবার পড়ে  
তাহলে আর -



দাঁড়া-দাঁড়া! দামলের ব্যাপারটা কেমন  
যেন ঠিক স্রাডাবিক ঠেকছে না।

রহস্যের গন্ধ  
পেয়েছো নাকি  
কেস্টুদা?



আমি জোর করে বলতে পারি যে এ  
মোকটা এ ছেলেটাকে তাম করবার  
চেকা করছে।

বলো কি!









কি কাজ রে?

আমি আর নল্টে  
যদি কম্বদা করে এ  
লোকটাকে সরিয়ে নিয়ে  
মাই তাহলে তোমুনি  
ছেলেটাকে একা পেয়ে  
ওর কাছ থেকে সব  
কিছু জেনে নিতে  
পারো

আরে না-না। এখানে ও ঘুণাক্তরেও টের পায় নি।  
যে ও আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু তোমরা  
ও সব ছেলেমানুষী করতে গেলেই ওর মনে সন্দেহ  
হবে। আর তাহলেই সব ঠিকবেট! মতটা  
পারা যায় ওদের কথা থেকেই তথ্য সংগ্রহ  
করে নি।

মা দেবে বলেছো তা এখনি  
না দিলে আমি আর এক  
পা ও নড়বো না। দাঁড়িয়ে  
দাঁড়িয়ে ট্যাচারো!

উঃ! ঢের ঢের ছেলে  
দেখেছি কিন্তু এরকম  
দুন্দে ছেলে কখনো  
চোখে পড়েনি।

শুনেছিস? এটাই প্রথম নয়। তার মানে  
এ ব্যাপারে ব্যাটা একেবারে নামদুন্দু!  
ঠিক আছে বাচ্চাখন তোমার পেছনে  
চাঁদ আমিও রয়েছেি ফাঁদ!

ঠিক আছে, চল তোর জিনিস  
আমি কিনে দিচ্ছি।

না, আমি যাবো  
না। তুমি কিনে  
এনে আমার  
হাত দেবে।

বেশ তাই আনছি।  
কিন্তু তুই এখান  
থেকে এক পা ও  
নড়বি না। তোকে  
আজ আমি নিয়ে  
যাবোই।

নিয়ে ড্রামায় মাও মাচ্ছি বেল্লিক! এই  
আমার শ্রুযোগ। ছেলেটার কাছ থেকে  
জালো করে জেনে নিচ্ছি। তোরা ওর  
ফিরে আসার দিকে নজর রাখ।

ঠিক  
আছে।





তারপর ওর অভিভাবকের কাছ থেকে ভ্রম দেখিয়ে মোটে টাকা আমাদের চেঁচা করবে।

ওরে বাবা, এতো ব্যাপার!



তুমি এতো সব খবর জানলে কি করে গো কেঁকুদা?

ওরে এর নামই হচ্ছে অবদলজালী চোখ। ওর ডাবডাঙ্গিতে আমি সব কিছু ধরে ফেলেছি।



লোকটার কাছ থেকে এ হতভাগ্য ছেলেটাকে ছোর করে কেড়ে আনা যায় না কেঁকুদা?

এসব ব্যাপারে কোন গোয়ালুনি চলে না, বুঝলি বোকারাম!



কেন কেঁকুদা? তুমি তো অস্তঃদৃষ্টিতে সব জেনেই ফেলেছো, তবে আর তোমার এতো ভয়টা কিসের?



আমি ভয় নয়, আমি শুধু স্বযোগের অপেক্ষায় আছি, তারপর দেখবি আমার দুখ বৃদ্ধির কয়ানটি।

অপহরণকারীর মুখে চেহারা দেখে কেঁকুদা বোধহয় ভড়কে গেছে।



ওরে ডডকাবার পাজ এই কেঁকুরাম নয়। যখন ব্যাটাকে আমার কঁজায় আনবো তখন দেখবি ওই মুখে ঝুঁকড়ে একবারে মুসিক হয়ে গেছে।



এই যে থেকা! যে লোকটার সঙ্গে  
ভুলি যাচ্ছে, সে তোমাকে তোমার  
ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে তাই না?

হ্যাঁ! দেখোনা, কতটা করে  
বলছেন যে যাবোনা। তবু টমি  
আর এটা ওটা কিলেবেসের  
লোভ দেখিয়ে নিয়ে  
যাচ্ছে। কিন্তু তুমি  
জানো কি করে।

আমাকে জনতে হয়।  
তবে তোমার আর জে  
নেই। আমি তোমাকে  
উদ্ধার করে বাড়িতে  
তোমার বাড়ির লোক  
আসবো।

সত্যি বাড়িতে  
নিয়ে যাবে? কি  
মজা! তাহলে  
এখনি চলো

দাঁড়াও, মাবার আগে ওই  
শুণ্ডা বদমায়েসটাকে  
ছেলেচুরির সাজা দিয়ে  
মেরে হবে।

শুণ্ডা বদমাইস,  
ছেলেচোর আবার  
কে?

কি হয়েছে রে  
পৌচা?

ওই জো! যে মহাভক্ত এমিকে  
আসছেন। তবে ওর সব  
জারিজুরি এখানেই শেষ।

এইরে!

এই ছেলেটা  
এসে আমাকে বলছে  
ভুলি শুণ্ডা বদমাইস  
ছেলেধরা। সত্যি  
নাকি বাবা!

বটে!

হ্যাঁ!  
বাবা!

বটে, ওয়েদার  
খুব খারাপ!

হ্যাঁ, বাবা! আর এই খাবার তোর ঘুপুটা ধরতে  
পারলে ধড় থেকে উপড়ে নেবো হস্তছাড়া  
বিটলে!

ছেলেটাকে কতো ভুলিয়ে ডালিয়ে  
ইচ্ছা নিয়ে যাচ্ছি, আর হস্তভাগা  
এসেছে ছেলেধরা ধরতে।

বটে, গোয়েন্দা  
কলুর ঘুপু উপড়ে  
নিয়েছোব আলাই  
চল আমাদের  
মুখ নিয়ে আমরা  
সরে পড়ি।





# নটে আর ফটে

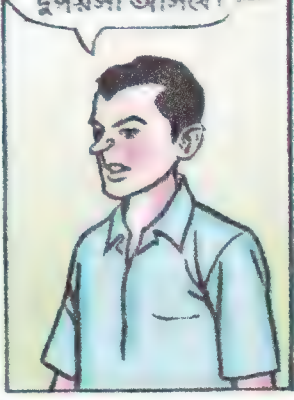
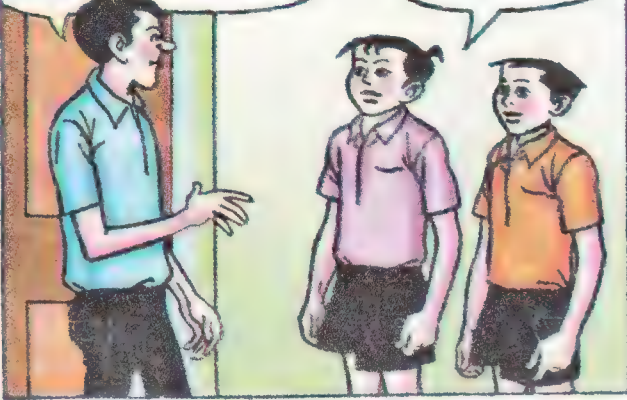


নারায়ণ দেবনাথ

বালক জেজনের জন্যে পড়ার  
সবাই অর্থসাহায্য করেছেন,  
এক গোসাঁই বাবাজী ছাড়া।

গোসাঁই বাবাজী দিলে  
না কেন গাবলুদা? কি  
বললে?

বললে ছুঁত জেজনে করিয়ে  
অর্থনাশ করে কোন লাভ  
নেই। বরঞ্চ সুদে ঋণটালে  
দুগমসা আসবে।



বলো কি গাবলুদা! ঐ সুদখোর  
কম্বুস উণ্টা তোমাকে এই  
সব কথা বললে। একটা দণ্ড  
কাজের জন্যে পাঁচটা টাকা  
দিতে পারলো না!

না দিলে তো কি  
আর করা যাবে।  
ও ছেড়ে দে।



গাবলুদা বলছে ছেড়ে দিতে। কিন্তু  
অমনি ছাড়বো! অশালীন উক্তির  
জন্যে পাঁচের দশগুণ আদায়  
করে ছাড়বো!

কিন্তু জুলুম  
করলে গাবলুদা  
রাগ করবেন  
ফটে!



জুলুম কেন! নিজের দেবে!  
ভদ্রতা, বাবাজী তো মাছ মাগে  
কিছুই খায় না, তাই নাও  
নকট!

হ্যাঁ! কেমন কি না তাই  
আরতর নিরামশাসী!  
ঠাকুরের কাছে ভোগ দিয়ে  
তার প্রসাদ খায়!



একটু পরে

যেরকম বলেছি বাজারথেকে  
কিনে বেঙ্গলব্রেক থেকে ছাড়িয়ে  
নিম্নে আসাবি!

কিন্তু ও  
দিয়ে কি সুব  
রে ফটে!











নারায়ণ দেবনাথ



হামাকে আপুনি ডাকিয়েছেন বাবু?

শোনে, আমার জন্য কয়েকদিন আর ক্ষীর করোনা। রাতে কদিন শুধু খাই দুধ খাবো।



কই হে ঠাকুর—এই যে, দুধ আনতে এতো দেরী হলো কেন? দাও, দাও।

দুধ খা লিয়া।



খা লিয়া মানে? তাই তো, এতো ভলটি পড়ে আছে! এখন শুধু শুকনো খই চিবিয়ে থাকতে হবে। দুধ কিলে খেলো?

কৌন জানে! বিলি-উলি হবে।



পরদিন রাতে

আজ হি আধা দুধ খা লিয়া।

নাঃ, জানলাম জল লাগাতে হবে দেখছি।



পরদিন সকালে

কেলু, তারের জল এল খাবার ঘরের জানলায় লাগামি। কেডালে রোজ আমার দুধ খেয়ে যাচ্ছে।

কেডালে রোজ আপনার দুধ খেয়ে যায়! কি ডয়ানকু কথা! আমি এখন গিয়ে জল এনে লাগাচ্ছি।



দেখুন স্যার, এবার কেডালের দাখি নেই যে দুধ যায়।

বেশ হয়েছে।



সেদিন রাতে

আশ্চর্য! জল লাগাবার পরেও দুধ দাবাড হয়ে যাচ্ছে।



পরদিন

আমার গলে হচ্ছে, এদের ও...র একটু নজর রাখা দরকার।

মেই হোক, ধরতে পারলে দুধ খাওয়ার সুদ শুদ্ধা উন্মুল করে নেবো!









নটে  
আর  
ফটে



নারায়ণ দেবনাথ

রাতে খাবার সময়  
এবার দুইটা নিয়ে  
এসো ঠাকুর!

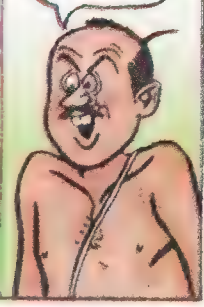
দহি-  
নেহি!



আজও দুই লোপাট!  
কদিন ধরেই এই কাণ্ড  
হচ্ছে! কে খায় তাকে  
ধরতে পারো না?



ওহি হে ছোকরা,  
নকুয়া আওর  
ফকুয়াকে দেখলম  
রদুই ধরলে বাস্তর  
থোলে!



ঠিক, ওদেরই কম্বা!  
দেখাচ্ছি মজা!



আশা করি এরপর গুরুজনের  
ভোজ্যদ্রব্যের দিকে বুলো  
বাড়াবি না!



স্যারের দুই না খেয়েও  
রামঠেওনি খেলুম  
মাইরি ফটে!



কিন্তু যার জন্যে  
ঠেওনি খেলুম,  
সেই দুই থেকে  
ধরতে হবে!

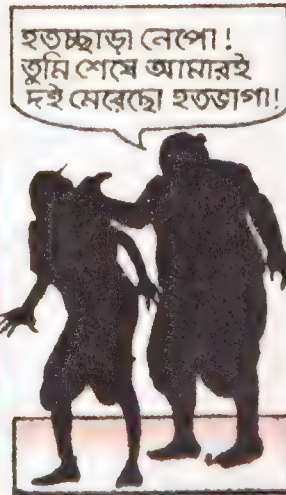
পরদিন সন্ধ্যাবেলা

কোথায় যাচ্ছিল বৈ  
ফটে?



মাছ ধরবো বলে  
টোপ কিনতে  
যাচ্ছি!







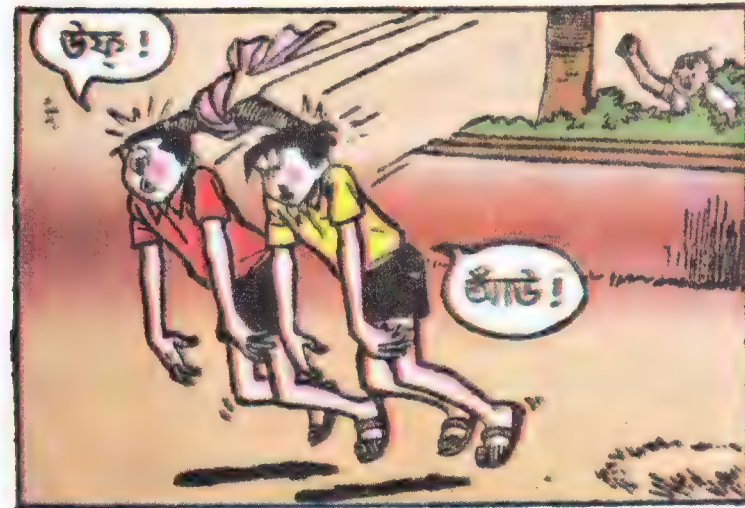
নটে  
আর  
ফটে



নারায়ণ দেবনাথ







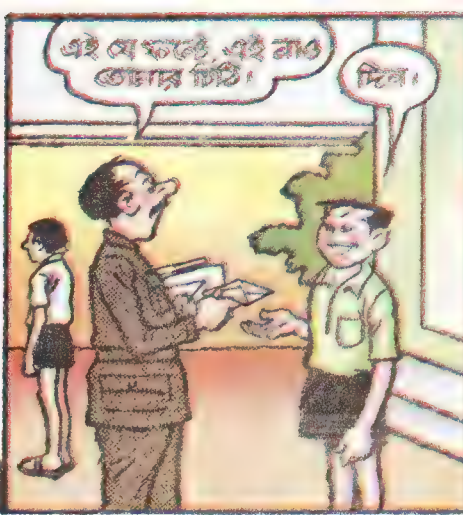




নাটে  
আর  
ফাটে



বঙ্গবন্ধু দেবদাস



এই যে ফাটে, এই নাও  
তোমার চিঠি!

দিব।



মাসীর চিঠি বে মটে। আমাকে  
মেতে লিখেছে, আর তোকেও সঙ্গে  
লিখে মেতে বলেছে।

সত্যি?



শুভ মামাষি দেবী করে  
নাউ বেই ফাটে। চল  
কানই দিয়া বলে বেদিয়ে  
পড়া যাক।

তা আর করতে। চল  
সাবকে বলে ছুটি  
লিখি বি।



এই যে, ফুটির প্রাণ যে দেখছি  
একবার গড়ের মমদান। কি  
ব্যাসার বল দেখি?

আমরা  
সমলে যাচ্ছি  
কেকুদা।



বটে, সমলে যাচ্ছি? তা  
কামায় যাচ্ছি? লিখিয়া,  
না উল্টোডিকি?

উল্টো দুলো  
কোন ডিহিডেই  
সর—



আমরা যাচ্ছি মাসী বাড়ি আমা এখন যাচ্ছি  
ফাটের কাজে কয়েকদিনের ছুটির জন্যে।

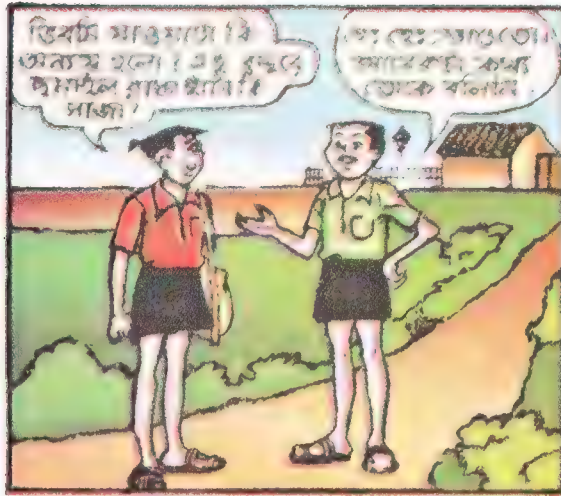








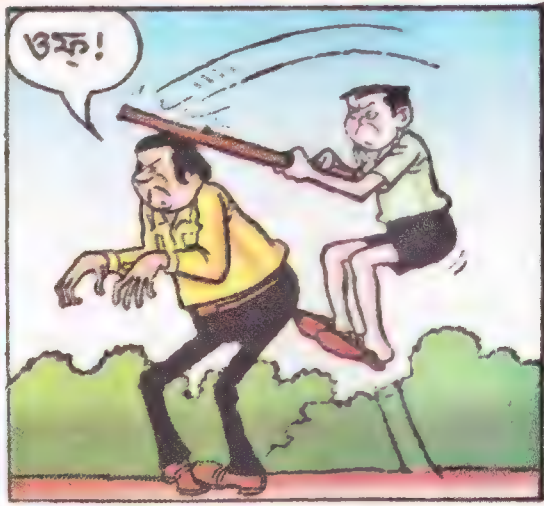




















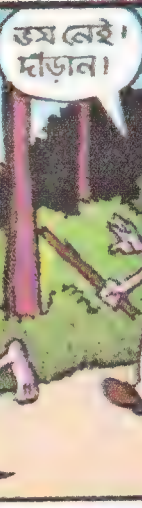
সাংস্রাভিক ব্যাপার  
মোড়লমশাই! এ  
জোকরা দুটো দুজন  
জিলনকে প্রম খুল  
কবে এআমার ছাক  
মায়িকাকে ধরবার  
জেনো ছুটেছে।



ছুটেলেই  
হলো। ইখান  
থিকে সাধিকা  
ধরে নে মারে?  
কার গদ্যনে  
কটা মাতা আচে  
দে কি তো!



বাঁচাও! মের  
ফেললো!



তুম নেই!  
দাঁড়ান!



খুন করে পালান্নে!  
ধর ধর, মার মার!



ফল্টে দাঁড়া। ব্যাপারটা কেমন  
উল্টা হয়ে মাছে। এখন নলে  
হচ্ছে ওরা খুনে ডাকাত বলে  
জামান্দারই ধরতে আসছে।  
নিচমনিতে বাঁচালের বন্ধে  
এখন নিজেদের বাঁচাতে  
জমলে গা ঢাকা দে,-



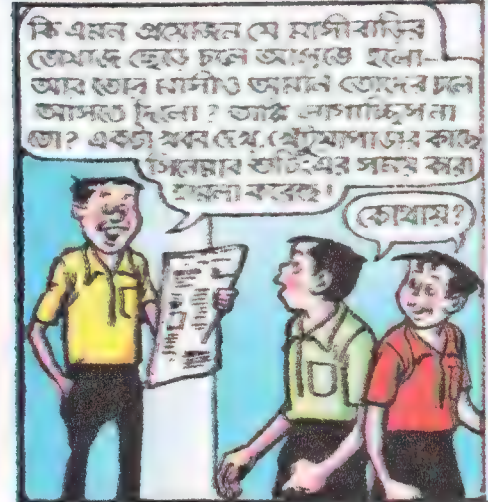
তাহপর সকালে একমাত্র গাড়িতে  
বিলি টিকিটে সম্বাদ্যানে ফেরত। এখন  
মাসীর বাড়ি খোজ করার মানেই হলো  
ফাঁসির দড়ি গলার পর।!

ঠিক বলেছি।



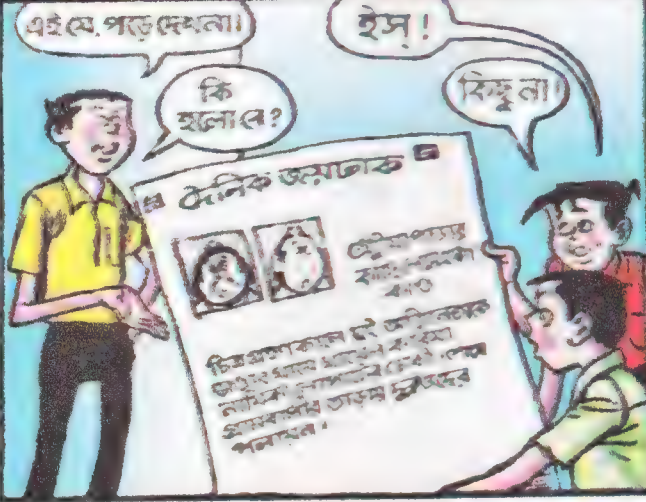
পরদিন কিং? কাল গিয়া  
আজ সন্ডেগে চলে  
এলি যে? অশুট বলেছিল যে  
বিদ্যুতের পাকর।

ইস-মানে-এবম  
বিসম্ব জোজবের  
সার-  
পুঁ  
সার!



কি এমন প্রয়োজন যে মাসী বাড়ির  
তোমাদে ছেড়ে চলে আসতে হলো-  
আর তোন মাসীও জামান তোদের চলে  
আসতে হলো? তাহ্রি লক্যাকিসনা  
তো? একটা খবর দেখে প্রোম্যাপাচর কারে  
চিনেয়ার সত্যি এর পলয় করা  
হলো বরক!

কোথায়?



এই যে পড়ে দেখনা!  
ইস!  
বিদ্যু না!

কি  
হলো?





# নলে আর ফলে

শ্রীশ্রী দেবনাথ



চল ফলেট, এবারে মাওয়া থাক।

হ্যাঁ, চল! নোনা আমাদের লেট পিকনিকের জায়গাতেই থাকবে।



কেল্টের শকুনিমাকী চোখকে খুব ফাঁকি দেওয়া গেছে।

যা বলেছিল মাইরি! ও থাকলে একাই সব সাবড়ে দিতো।



এই দড়ি জাব হুক দিয়ে টুক করে কাজ হাশিল করা যাবে।



কেল্টদা! আমাদের খাবারের খাউ চুনতাই কবে নিচ্ছে রে নলে!

হেঃ হেঃ! এই খাউর খাবার এবার আমার টুড়িতে টুকবে।

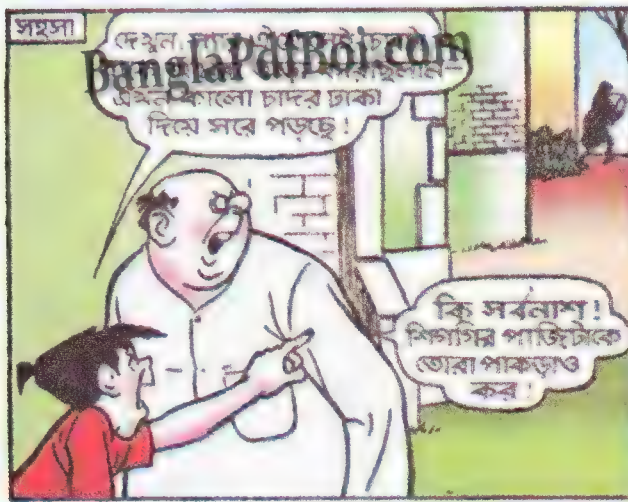
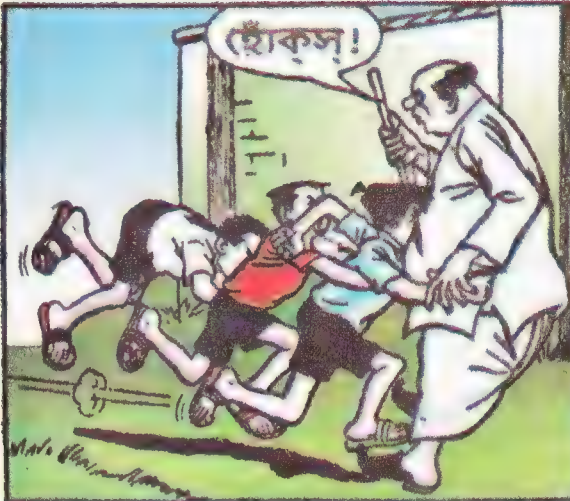


জ্যাই কেল্টদা! আমাদের খাবারের খাউ ফিরিয়ে দাও বলাছি!



ওরা বস্তার মোড় ঘুরে আজার আগেই জামি গোত্রের জ্যাড়লে চলে যাবে।

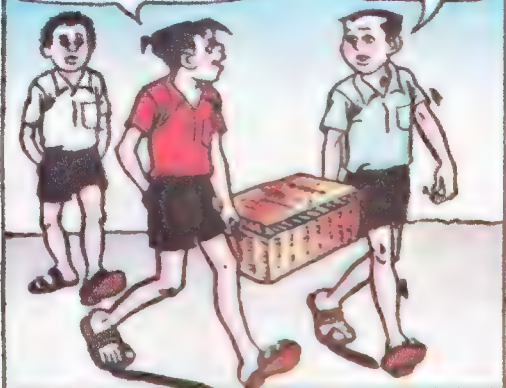






করাত জেরে ঠ্যাঙারিব  
হাত থেকে রেহাই আর এটা  
করত পেয়েছি মাইরি!

দ্বিচক্রেটকে আচ্ছা  
করে একদিন বাড়িগোঁছ  
করতে হবে।



ওদিকে কেবু



স্যারকে দেখে চান্দর  
খুইয়ে সরে পড়তে  
হলো না হলে মরইট  
দিয়ে ওদের টাইট করে  
চেড়ে দিতাম। মামখান  
থেকে খুইনিটাই মাঠে  
মারা পেজো।



দূর ছাই! আনিকার  
চকর মেরে বিস্তুদ্ধ  
হাওয়া খেয়ে মাই।

কিছুদূর এলোবার পর



করে বাবা!  
পাশল নাকি!  
উইপাসে চুটছে!  
আর একটু হলোই  
ধাক্কা লেগে  
মেতো!

পরনুহুতে



ওফস!

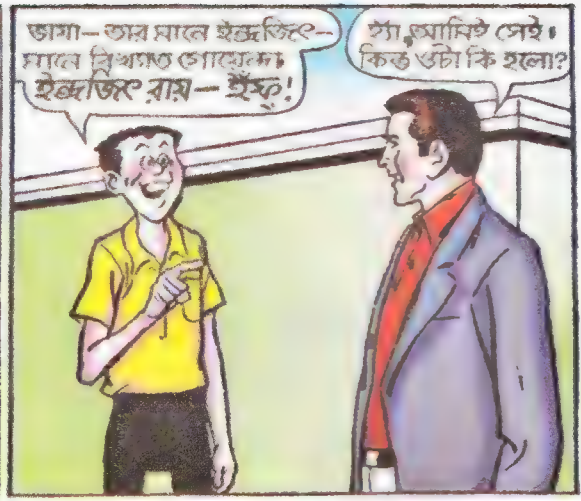
উফ!



কাল নাকি? দেখে  
চুটতে পারেন না —  
আরে! আপনি তো  
শ্রীচন্দ্রকালী —

—দাস সাহিত্যস্রী!  
কিন্তু তোমার জন্যে  
এই বস্ত্রী ব্যাপারটা  
সম্মতিত হওয়ার মাঝে  
আমার মাল ফসকে  
গেলো!







এই যে কেঁকুদা! আর কিছু নেই, সব শেষ।

আরে রেখে দে তোদের ঐটা পিকনিকের উঁদো খাওয়া! এদিকে যা হয়েছো না, ওঃ! চাঁদুদার সঙ্গে সঞ্জয়ই দিলে শুরু তারপর—

চাঁদুদাই বা কে? আর তোমার সঙ্গে সঞ্জয়ই বা হলো কেন?

আর সে কথা বলতে আর তোদের সঙ্গে নিয়ে আমার মণির অনুসন্ধান করবো বলেই তো এসেছি।

এই রে! কেঁকুদা ঐমানে দিয়ে কথা কইছে। চাঁদুদা, আমার মণি, খোলতাই করে বলে দিকিনি, এরা কে?

ইয়ালি নয় বৎস! চাঁদুদা হলেন চক্ৰকালী দাস, জাহিতাঙ্গী, আমার মণি হচ্ছেন শম্মতানের শিব্রামণি ব্র্যাক ডায়মণ্ড!

বলো কি কেঁকুদা! তুমি ব্র্যাক ডায়মণ্ডকে দেখেছো?

দেখেছি, মানে? একপাল দাড়ি উড়িয়ে আমার নাচের ডগা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো। ভয়শ্য তখন ওর পরিচয় জানিতো! ওকে তড়া করে ছুটে আসছিলেন চাঁদুদা। তার পেছনেই ইলুজিও রান্ন। সেই সময়ে বাঁকের মাথায় এগিয়ে আসা আমার সঙ্গে লাগলো চাঁদুদার ঘুখোঘুখি ঠেকুর, বসি, দুজনেই চিপ্পাৎ! সেই ফাঁকে দাড়িওয়ালা পগার পার। পরে জেবেছি, ওই হচ্ছে হুমবেশী ব্র্যাক ডায়মণ্ড। ডাকাতির মতলব নিয়ে এসেছে। আমার জন্যে পালানোর সুযোগ পেলো বলে ইচ্ছানাক কথা দিয়েছি, আমিই ওকে খুঁজে বের করবো।

এসব কাজে সহকারী চাই, তাই তোদের সঙ্গে নিচ্ছি। এতে তোদেরই প্রসিদ্ধ বাড়ির।

বিশ্চয়! সব সময় আমরা তোমার সঙ্গে আছি কেঁকুদা!

একটু পরে

নকেই একটা দারুণ আইডিয়া এসেছে!

চল তো শুনি জের আইডিয়া ফর্টে!













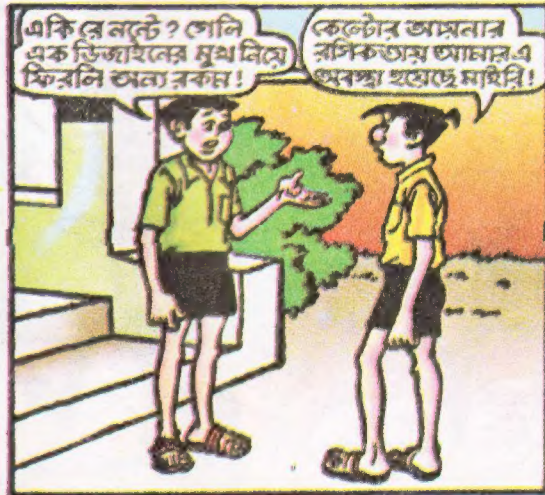
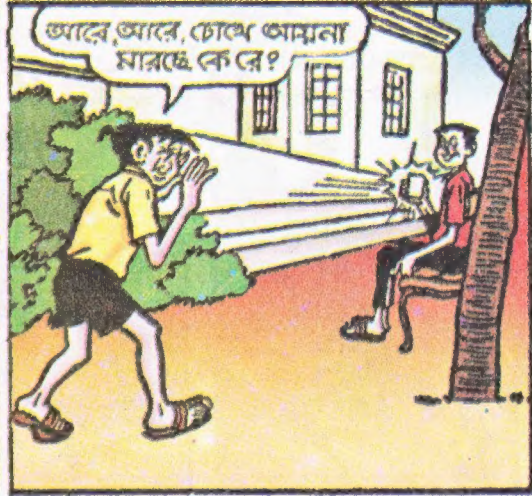




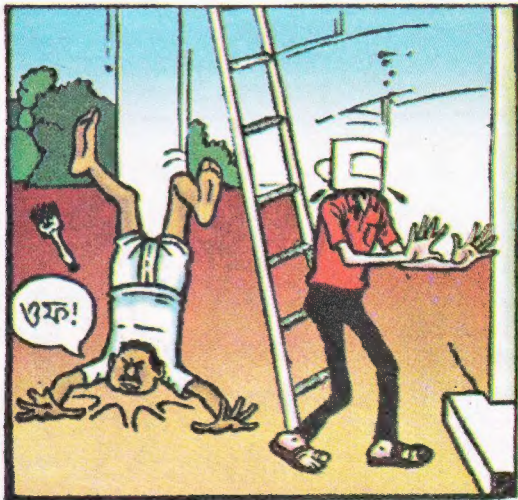
নটে  
আর  
ফটে



নারায়ণ দেবনাথ











# নটে আর ফটে

লরায়ণ দেবদাস

